ঝিনাইদহে শোকাবহ আগস্টে শোক মিছিল সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

শোকাবহ আগস্টে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিন করছে।

মাসব্যাপী এ কর্মসূচিতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ঝিনাইদহ- হরিণাকুণ্ডু-২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এমপির নেতৃত্বে ঝিনাইদহের সদর উপজেলার সব ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে ঝিনাইদহ সদর এমপি অফিস প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল শোক মিছিল বের হয়।

গতকাল বিকালে এই শোকসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পায়রা চত্বরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহের পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের সভাপতিত্বে শোক সভা সঞ্চালনা করেন জেলা যুবলীগ আহবায়ক আশফাক মাহামুদ জন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়াামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেএম রশিদুল আলম, সদর উপজেলার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাশেদুর রহমান রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব হোসেন, সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারি তবীবুর রহমান লাবু, সাধুহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন, পাগলা কানাই ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সাঈদসহ অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ ও অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল তার বক্তব্যে বলেন দেশের এ ক্লান্তি লগ্নে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ও স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবির সহ সকল অপশক্তিকে রুখে দিতে আওয়ামী লীগ সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানান।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকান্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধূর শোকের দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্রের হাতে বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, বিশ্বের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা, বাংলা ও বাঙালি জাতির হাজার বছরের আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পাশে বিএনপি ও সাধারণ জনতা

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে আজ শনিবার বেলা ১২টার দিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ছাত্র জনতার সাথে বিএনপি’র নেতারা রাজপথে নেমে আসে।

এ সময় সরকার বিরোধী মিছিল আর ম্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে শহর। ক্ষনিকের জন্য থেমে যায় সবকিছু, যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় মুজিব চত্বর থেকে পায়রা চত্বর পর্যন্ত। সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিএনপি-যুবদলের নেতা-কর্মীদের শ্লোগানের ঢেও আছড়ে পড়ে রাস্তার দুই পাশে দাড়ানো উৎসুক জনতার মাঝে। তারাও হাত নেড়ে বিক্ষোভকারীদের স্বাগত জানাতে থাকেন।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসুচিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, পেশাজীবী সংগঠন, আইনজীবী, অভিভাবক এমনকি শিশুরাও অংশ নেয়। বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর থেকে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রেরণা একাত্তর চত্বর ঘুরে পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। আন্দোলনকারীরা মিছিলটি আরাপপুরে শেষ করতে চাইলেও বিএনপি-ছাত্রদলের চাপে তারা পায়রা চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচী শেষ করেন।

সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঝিনাইদহ জেলা সমন্বয়ক শারমিন আক্তার, শিক্ষার্থী হৃদয় হোসন, হুসাইন এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রত্না খাতুন বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তারা, ছাত্র হত্যার বিচার ও সারাদেশে গ্রেফতারকৃত শিক্ষার্থীদের দ্রুত নিঃশর্ত মুক্তিসহ তাদের ৯ দফা দাবী পুরনে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। মিছিলের মাঝখানে বিএনপির জেলা, থানা ও পৌরসভা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা সরকার হটাও ১দফা দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান দেন। এছাড়া দাবী মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা। এদিকে আন্দোলনকে ঘিরে সতর্ক অবস্থানে ছিলো পুলিশ। সকাল থেকেই জেলা শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও তারা ছিল যথেষ্ট নমনীয়।

ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণমিছিল

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে গণহত্যা, গণগ্রেপ্তার, গুম, খুন ও হামলার প্রতিবাদে এবং বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র জনতার গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২জুলাই) জুমার নামাজের পর কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শহীদ মিনারের পাশ থেকে এই গণমিছিল শুরু হয়ে শহরের পায়রা চত্তর ঘুরে মুজিব চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে এই গণমিছিল শেষ করে।

এসময় বিএনপি পন্থী আইনজীবী পরিষদের নেতারা আনোদলানকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ঝিনাইদহ বার কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. জাকারিয়া মিলন, এ্যাড. বদিউজ্জামানসহ কয়েকজন বক্তব্য রাখেন।

গণমিছিলে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ

অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। গণমিছিল শেষে সমন্বয়কারীদের মধ্যে শারমিন সুলতান ও হুসাইন বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন আমরা ঝিনাইদহে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কর্মসূচী পালন করে আসছি। শারমিন আক্তার বলেন এই স্বৈরাচার সরকার এই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রকে কিভাবে এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে পরিনত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা সেটা হতে দেবনা। আমরা এই রাষ্ট্রকে আবার মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি এবং বুকের রক্ত দিয়ে হলেও আমাদের নয় দফা বাস্তবায়ন করে এই দেশকে এইটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিনত করবো, কোন ষড়যন্ত্রে কাজ হবেনা। তাদের বাদী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনের কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান। এসময় কোন অপ্রিতিকর ঘটনা এড়াতে শহরে পুলিশ সতর্ক পাহারায় ছিল।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান আমরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের কর্মসূচী পালনের সুযোগ দিয়েছি কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটালে আমরা তাদের উপরে চড়াও হতাম সেটা হয়নি। গণতান্ত্রিক অধিকার আছে তারা মিছিল করতেই পারে তবে সেটা শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। এসময় সদর সার্কেলের এএসপি ইমরান জাকারিয়া, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দীনসহ অন্যান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রিজিয়া আক্তার চৌধুরী ও একজন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর থেকে ফেন্সিডিলসহ জিয়া হোসেন (৪৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬।

আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে মহেশপুর উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রাম থেকে ওই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত জিয়া ওই গ্রামের মৃত

আফছার বিশ্বাসের ছেলে।

র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ জানান, মহেশপুর উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় ঝিনাইদহ র্যাবের একটি অভিযানিক দল। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও আটক করা হয় ওই গ্রামের জিয়া উদ্দিনকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ২’শ ৮১ বোতল ফেন্সিডিল।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের ঘোড়শাল ইউনিয়নে ইউমেন সেন্টারের উদ্বোধন

দু:স্থ ও অসহায় নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে উইমেন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার ঘোড়শাল ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে নব-নির্মিত এ সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘোড়শাল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পারভেজ মাসুদ লিল্টন, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিয়নের সচিব প্রতাপ আদিত্য বিশ্বাস। পরে নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ইউমেন সেন্টারে ২০ টি সেলাই মেশিন প্রদাণ করা হয়। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল’র অর্থায়নে নির্মিত নারিকেলবাড়িয়া গণগ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হয়।

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের বাধা !

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের “মার্চ ফর জাস্টিস” কর্মসূচীতে পুলিশের বাধার শিকার হয়েছে।

আজ বুধবার (৩১ জুলাই) দুপুর আড়াইটার দিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ভিআইপি রোড দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আদালতের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে এসময় এলজিইডি পিছনের দিকে পৌছালে পুলিশ তাদের বাধা দেয়।

পরে পুলিশের সাথে আধা ঘন্টা ব্যাপি আন্দোলনকারীদের তর্ক-বির্তক হয়। অবশেষে পুলিশের বাধায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তবে আন্দোলন কারীবা একটু পিছনে গিয়ে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেণ এবং তাদের নয় দফা দাবি সম্বলিত বক্তব্য পেশ করেণ এছাড়া বৃহস্পতিবারের কর্মসূচী ঘোষণা করেণ।

এসময় সমন্বয়কারীদের মধ্যে তানভীর রহমান, হুসাইন. শারমিন সুলতান, রত্না উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনকারীরা জানান আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচীসহ তাদের বাদী আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

এসময় পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান, সদর সার্কেলের এএসপি ইমরান জাকারিয়া, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দীন এবং ডিবি, ডিএসবিসহ পুলিশের সকল শাখার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সকাল থেকে পুলিশ শহরে ছিল সতর্ক অবস্থায় ছিল রাস্তায় চেককপোষ্ট, কোর্টের সামনে একজন মেজিষ্ট্রেটের সমন্বয়ে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছিল।

ঝিনাইদহে সরকারি পুকুরে মাছ অবমুক্তকরণ!

সারাদেশে শুরু হয়েছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। ‘ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ’ এ শ্লোগানে ৩০ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে এ মৎস্য সপ্তাহ উৎযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহেও নেওয়া হয়েছে নানা কর্মসূচী। তবে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের কথা থাকলেও সরকারি পুকুরে করা হয়েছে মাছের পোনা অবমুক্তকরন। এ ঘটনায় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

জানা যায়, সপ্তাহ উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র্যালী শেষে সদর উপজেলা পরিষদের পুকুরে বিভিন্ন সাইজের ৬০ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করেন অতিথিরা।

সচেতন মহল বলছেন, পাছের পোনা অবমুক্ত করতে হবে উন্মুক্ত কোন জলাশয়ে। সেটা না করে সদর উপজেলার পুকুরে মাছ ছাড়া হলো। এর সুবিধা পাবে সরকারি কর্মকর্তারা। যা মোটেও কাম্য নয়।

ঝিনাইদহ কৃষি ও মৎস্য খামারের স্বত্তাধীকারী মিজানুর রহমান বলেন, অবমুক্তকরণ বলতে বোঝায় উন্মুক্ত জলাশয়ে। এর আগে আমরা দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে। কিন্তু এবার করা হলে উপজেলা পুকুরে। এই মাছ উপজেলা প্রশাসন ছাড়া কেউ ধরতে পারবে না। মাছের পোনা নদীতে ছাড়লে নদী পাড়ের বাসিন্দা, জেলে পরিবার সেই মাছগুলো ধরতে পারত। কিন্তু উপজেলার পুকুরে ছাড়া মানে তা সরকারি কর্মকর্তাদের পেটে যাওয়া।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মৎস্যজীবি বলেন, আমাদের জন্য মাছ না ছেড়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সরকারি পুকুরে মাছ ছেড়েছে। যা সম্পুর্ন অনিয়ম।

এ ব্যাপারে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উদাপন কমিটির সদস্য সচিব ফরহাদুর রেজা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করার নিয়ম আছে। আগে নদীতে পোনা অবমুক্ত করা হতো এবার কেন হলো না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ওটাও করা হবে। বরাদ্ধ পেলে

নদীতেও অবমুক্ত করা হবে।

ঝিনাইদহে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

“ভরবো মাছে মোদের দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্য্যক্রম বিষয়ে বর্ণাঢ্য র্যালী, পুকুরে পোনামাছ অবমুক্ত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (৩১ জুলাই) সকালে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর প্রাঙ্গন থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সদর উপজেলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
সেসময় উপজেলা পুকুরে ৬০ কেজি পোনামাছ অবমুক্তকরা হয়। পরে সদর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মাসুম, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, জেলা মৎস্য অফিসার ফরহাদুর রেজা, উপজেলা মৎস্য অফিসার গোলাম সরোয়ার, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বর্ষা হিজরা, প্রমূখ। উল্লেখ্য, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ৩০ জুলাই থেকে ০৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

কোটচাঁদপুরে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে ১১ দিনেও

মামলা নথিভুক্ত হয়নি

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় এজাহার করার ১১ দিন পার হয়ে গেলে ও মামলা নথিভুক্ত হয়নি আজও। এদিকে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছেন মাটি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে জনমনে এখন প্রশ্ন কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশের হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়ীরা মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

বিষয়টি নিয়ে তাদের বেশ কয়েক বার সর্তক করার পরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল। এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়েছে। এজাহারে আসামি করা হয়েছে তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ, মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

তিনি বলেন,থানায় এজাহার করার ১০ দিন পার হয়ে গেলেও আজও নথিভুক্ত হয়নি এজাহার দুইটি। তবে এজাহারটি কেন নথিভুক্ত হয়নি সেটা আমার জানা নাই।

তিনি আরো বলেন, আমি থানায় এজাহার দিয়ে তাঁর রিসিভ কপি নিয়ে এসেছি। এজাহার করার পরও মাটি কেটে বিক্রি করছেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার মনে হয় থানার সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি আছে। তা না হলে তারা মাটি কাটার সাহস কোথা থেকে পান প্রশ্ন ওই কর্তার মনেও।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যেও একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছেন। তারা জানতে চান কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,মাসের শেষের দিকে মামলা নথিভুক্ত করলে একটু চাপ পড়ে যায় আমাদের। কারন নতুন যতগুলো মামলা নথিভুক্ত করা হবে, ততোগুলো মামলা শেষ করতে হয়। এ কারনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। আগামী মাসের ১ তারিখে এ মামলাটি নথিভূক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন

তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

ঝিনাইদহে স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা, মালিক আটক

ঝিনাইদহে পাচারের সময় অবৈধ স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা চলছিল, সেসময় ছিনতাইকারীদের পিটুনিতে আহত অবৈধ স্বর্ণর বহনকারী। পরে সেই স্বর্ণ জব্দ করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় স্বর্ণের মালিককে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শহরের র্স্বনকার পট্টির গিনি হাউজের কর্মচারী মিঠুন একটি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে একটি কার্টুন নিয়ে দোকানে ফিরছিলো। পথে কেসি কলেজ গলিতে পৌঁছালে ৬ জন ছিনতাইকারী ওই কার্টুন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। কর্মচারী মিঠুনকে পিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় ঝিনাইদহ সদর থানার এক এস আই সেখানে পৌঁছিয়ে মিঠুনকে উদ্ধার করে। পুলিশ দেখে মোটর সাইকেল যোগে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে পুলিশ এসে ওই কার্টুন খুলে উদ্ধার করে ১৮১ ভরি স্বর্ণালংকার। সঠিক কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই স্বর্ণালংকার জব্দ ও গিনি হাউজের মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার এস আই জিয়া বলেন, আমি এসে দেখি মিঠুনকে মারধর করে কার্টুনটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এসে তাদের আটক করার চেষ্টা করি। স্থানীয়রা কেউ এগিয়ে না আসায় ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আমি আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করি।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান বলেন, দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি ছিনতাইয়ের আর অন্যটি সোনা পাচার।

আমরা ছিনতাইকারীদের আটকের চেষ্টা করছি। আর যেহেতু কুরিয়ার সার্ভিসে করে সোনা আনা হচ্ছিলো তাই আমরা র্স্বণালংকার জব্দ করেছি। এর মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।